আফগান জিহাদের কিংবদন্তী যোদ্ধা
মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানি রহিমাহুল্লাহ'কে নিয়ে
তাঁর ছেলের স্মৃতিচারণ

একজন মহিমান্বিত পিতা

আনাস হাক্কানি হাফিযাহুল্লাহ

আফগান জিহাদের কিংবদন্তী যোদ্ধা মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানি রহিমাহুল্লাহ'কে নিয়ে তাঁর ছেলের স্মৃতিচারণ

একজন মহিমান্বিত পিতা

আনাস হাক্কানি হাফিযাহুল্লাহ

সূচিপত্র

লেখালেখির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪

একটি ঘটনা ৪

কারাগারের একটি ঘটনা ৪

শিক্ষক হিসেবে জালালুদ্দিন হাক্কানি ৭

জুলুমকারীদের প্রতি জালালুদ্দিন হাক্কানির মনোভাব ৭

হকের পথে অবিচলতা ৮

জালালুদ্দিন হাক্কানির ইবাদত ১০

সন্তানদের প্রতি তাঁর অসিয়ত ১২

লেখালেখির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

লেখক হিসেবে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটি হল - নিজের ও পরিবার সম্পর্কে কিছু লিখা। বেশ কিছুকাল ধরেই আমি আমার শহীদ বাবা সম্পর্কে কিছু লিখার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু যখনি আমি আমার বাবাকে নিয়ে কিছু লিখার চিন্তা করেছি তখনি মনে হয়েছে – আমার এই লেখাকে মানুষজন একজন পিতার গুণমুগ্ধ সন্তানের লেখা হিসেবেই দেখবে। তারা লেখাটাকে নিরপেক্ষ লেখা হিসেবে না দেখে বাবার সম্পর্কে ছেলের অত্যুক্তি হিসেবে দেখবে বলেই মনে হয়েছে।

আজ, আমি লিখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাবার সম্পর্কে তার বন্ধুদের এবং আমার চারপাশে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রশংসা ছাড়াও আরও একটি বিষয় আমাকে লিখতে উৎসাহিত করেছে। আজ শত্রুরাও প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই এখনো কেন আমি বাবার সম্পর্কে লিখতে যেয়ে অত্যুক্তি করে ফেলার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকব?

একটি ঘটনা

বেশ কিছুদিন আগেকার ঘটনা। আমরা একজন ঊর্ধ্বতন বিদেশী কর্মকর্তার সাথে মিটিং এ বসেছিলাম। এই ব্যক্তি অন্যান্য বিদেশী কর্মকর্তাদের ন্যায় অতিমাত্রায় কূটনৈতিক ও কৌশলী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী, সেইসাথে অমায়িক। এই বিদেশী কর্মকর্তা কথাবার্তাতে মার্জিত কিন্তু স্পষ্টবাদী ছিলেন। তার সাথে পরিচিত হবার পর কোন অস্বস্তিবোধ ছাড়াই বলেছিলেন, ‘আপনাদের মত ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি গর্বিত’।

হ্যাঁ, আমিও গর্বিত যে শত্রু-মিত্র সকলেই আজ আমাদেরকে ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষ বলছে। এই গৌরব অর্জন আমাদের জন্য সম্ভব হয়েছে আমাদের প্রিয় বাবা, আমাদের সকল সাহসী নেতা এবং বড়দের কুরবানির বিনিময়ে।

কারাগারের একটি ঘটনা

আমার বাবা ছিলেন এমন একজন মানুষ, যার নাম শুনা মাত্রই কিছু লোকের অন্তর ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠত। আমার কারাগারের একটি ঘটনার কথা মনে

পড়ছে। কারাগারে আমি কিছুদিন NDS এর কুখ্যাত ৯০ তম ডিরেক্টরেট এর অধীনে 'একাকী কারাবন্দী' অবস্থায় ছিলাম। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মানবাধিকার সংরক্ষণ সংস্থার কর্মী এর অভিনয় করে মাঝে মাঝে বন্দীদের থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করতো। একবার পরিছন্ন পোশাকের একজন লোককে কারাবন্দীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করার জন্য যে, তাদের উপর কোন ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছে কিনা বা তাদের অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা। ঐ ব্যক্তির নিকট কেউ কোন অভিযোগ জানালেই শাস্তি স্বরূপ তার উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালানো হত।

এই লোকটি একদিন কারাগারের কক্ষগুলো চেক করছিলেন। তিনি জানতেন না যে, তাদের মধ্যে আনাসও উপস্থিত আছে।

তিনি আমার কক্ষে আসলেন এবং আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করলেন। দেয়ালের পাশটাতে বসে তিনি তার কলমটি হাতে নিলেন এবং বললেন, "এখানে কি কোনো সমস্যা আছে"? "তুমি কতদিন ধরে এখানে আছো"? "তোমার উপর কি কোন নির্যাতন চালানো হয়েছে"?

আমি জানতাম যে তিনি প্রতারণা করছেন। কারণ আমাদের সমস্যার কথা কারো সাথে বলার কোনো অনুমতি আমাদের ছিল না। আমি হেসে বললাম: "যদি কোনো সমস্যা থাকেও আপনি কি সেটার সমাধান করতে পারবেন"?

তিনি বললেন, "আমাকে বল। আমি চেষ্টা করবো"।

আমি তাকে বললাম, "আপনি অন্যান্য সমস্যার কথা ভুলে যান। আমাকে শুধু আমার বন্ধুর সাথে একসাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। আচ্ছা, আমাদেরকে আলাদা রাখা হয়েছে কেন"?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বন্ধুটি কে"?

আমি বললাম "হাফিজ রাশিদ"।

তারপর তিনি আমার অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি হাসলাম আর বললাম, "আমার অপরাধ কি সেটা জানতে চাচ্ছেন"?

তিনি বললেন, "হ্যাঁ!"

আমি উত্তর দিলাম, "আমাকে আমার বাবার জন্য আটক করা হয়েছে। অন্য কোনো কারণ নেই। আমার নামে কোন মামলা নেই"।

লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা কি করেন"?

আমি উত্তর দিলাম, "তিনি হলেন আমেরিকা ও তার অনুগতদের শত্রু"।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার নাম কি"?

আমি বললাম, "জালালুদ্দিন হাক্কানি"

নামটা শোনামাত্রই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল কেউ তার গলায় কেউ ছুরি ধরে রেখেছে। তিনি আস্তে করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভয়ে ভয়ে আমার দিকে একবার তাকালেন এরপর দরজার দিকে তাকালেন।

এরপর তিনি পিছু হঠতে শুরু করলেন। তিনি দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকা অবস্থাতেই এমন ভাবে দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ালেন যেনবা পিছন থেকে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারপর তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন।

এই ঘটনা দেখে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ধর্ম ও দেশের শত্রুদের অন্তরে এতটাই ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র আমার বাবার নামও তাদের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি করে।

আমার বাবার মৃত্যুর সংবাদ যখন ছড়িয়ে পরল সেসময়টাতে তারা আমাকে বাগরাম কারাগারের বাথরুমে নিয়ে শাস্তি দিচ্ছিল। আমাকে জানানোর জন্য, আমেরিকানরা আমার চাচা হাজি মালি খানকে নিয়ে এসেছিল। এটা একটি লম্বা ঘটনা। একজন আমেরিকান কর্মকর্তা আমাদেরকে বলেছিলেন যে, যদিও হাক্কানি (আমার বাবা) আমেরিকানদের স্পষ্ট শত্রু এবং অনেক আমেরিকান সৈনিকদের হত্যা করেছে তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে নিজ দেশকে হাক্কানি খুব ভালবাসতেন। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সর্বদা তার দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আর কখনই তিনি তার অবস্থান থেকে সরে যাননি।

শিক্ষক হিসেবে জালালুদ্দিন হাক্কানি

বাবা বাস্তবিক অর্থেই আমাদের শিক্ষক ছিলেন। যখনি আমরা তার সাথে দেখা করতে যেতাম তখনি তিনি আমাদের লেখাপড়া ও শিক্ষার ব্যাপারে জোর দিতে বলতেন। তিনি সবসময় বলতেন, "শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলেই আমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো"।

একদিন তিনি আমাদেরকে বললেন, যুবকরা সাধারণত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাই তারা যুদ্ধ ও রাজনীতির দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হয়"। তিনি আরও বললেন, "তোমরা চাইলে যেকোন সময় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র যুবক থাকা অবস্থাতেই সম্ভব"। তিনি আমাদেরকে সবসময় শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিতেন ও বলতেন, "শিক্ষা গ্রহণ ঠিকভাবে করলে, বাকি সব সহজ হয়ে যাবে"। তিনি নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সবসময় দূরে থাকতে বলতেন। কারণ নেতৃত্বের সাথে দায়িত্ব ও পরীক্ষাও আসে।

তিনি কাফের ও অত্যাচারীদের তীব্র ঘৃণা করতেন ও তাদের সাথে শত্রুতা স্থায়ী করে রাখতেন। স্বদেশবাসীকে সীমাহীন ভালবাসতেন।

আমাদের প্রিয় বাবা সবসময় বলতেন, "অন্যদের করা ভুলগুলো হালকা করে দেখবে। এমনকি কেউ যদি তোমার বন্ধু বা আত্মীয়কে হত্যাও করে তবে তোমার উচিত হবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া ও তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা"। তিনি সবসময় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলতেন। আরও বলতেন, বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বাদ দিয়ে দিবে। যদি লোকজনের সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার উচিত হবে নিজের দুঃখ কষ্টকে চাপা দিয়ে লোকজনকে একত্রিত করার চেষ্টা করা। চেষ্টা কর এবং সবর কর।

জুলুমকারীদের প্রতি জালালুদ্দিন হাক্কানির মনোভাব

তিনি অত্যাচারী ও দখলদারদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এক সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি মাগরিবের সালাতের পর একা একা বসেছিলেন। তিনি অন্তর থেকে খুব কান্না করছিলেন। আমাদের একজন বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিল ও জিজ্ঞেস করল যে, "কী হয়েছে"?

আমার শহীদ বাবা বলল যে, “আমি এজন্য কাঁদছি যে আমি নিজ হাতে রাশিয়ানদের হত্যা করেছি, কিন্তু আমেরিকানদের হত্যা করার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। তারা আমাদের লোকদের উপর অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয় অত্যাচার চালিয়েছে। তারা আমাদের ধর্মকে অপমান করেছে। আর আমি এখন কাঁদছি কারণ যদি তারা যদি চলে যায় অথবা আমি মরে যাই, তাহলে তো আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ও তাদের হত্যা করার আনন্দটা পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনায় থাকবে না।

সেখানে বসে থাকা সকলেই অবাক হলেন। একজন বন্ধু তাকে হেসে বললেন: “সম্মানিত হাজি সাহেব! দু:খ করবেন না। আমরা আপনার অভিভাবকত্বে ও নির্দেশনায় অনেক আমেরিকানদের হত্যা করেছি। এই সংখ্যা গণনা করা কঠিন। এরপরও যদি আপনি আমেরিকানদের হত্যা করতে চান, তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের কাঁধে করে ময়দানে নিয়ে যাব। আপনি শুধু তাদেরকে গুলি করবেন”।

এ কথা শুনে তিনি খুশি হলেন ও হাসলেন। এরপর তিনি বললেন, “আমি এই দুনিয়ার উচ্চ পদ ও মর্যাদা চাইনি”। তিনি আরও বললেন: “আমি স্বাধীনতার ধাপগুলো দেখেছি। বিদেশীরা সহ দেশের অনেকেই আমাকে দেশের নেতৃত্ব দিতে বলেছিল। কিন্তু সম্মানহীন নেতৃত্বের চেয়ে এই কুড়ে ঘরে সম্মানের সাথে থাকাকেই আমি পছন্দ করলাম। দরিদ্র ও সংগ্রামী আফগান জাতির অবস্থা দেখে আমার অন্তরে খুব কষ্ট হয়। আফগানরা অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। আমার একটি ইচ্ছা - আফগান জাতি যেন আবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। তারা যেন ইসলামের ছায়াতলে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে এবং দখলদার, বিশ্বাসঘাতকদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেদের মুক্ত করত পারে”।

হকের পথে অবিচলতা

তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ছাত্র শহীদ আহমদ জান গজনবী জানতে চাইলেন যে, “অন্যান্য লোকদের তাকে দেশের নেতৃত্ব দিতে চাওয়ার পিছনের কারণ কি”?

আমার বাবা জবাব দিলেন, “যখন আমেরিকা আফগানে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল, তখন তারা আফগানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করল। তারা বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করে। শেষবারের মত

যখন আমি উপজাতি উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান গেলাম, তখন সেখানে আমরা অনেকগুলো মিটিং করলাম। আমেরিকার একটি সিনিয়র প্রতিনিধি দল আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। আমেরিকানরা এমনভাবে তাদের কথা বার্তা শুরু করল যেন আমরা তাদের বন্ধু। আমি তাদের কথা শুনছিলাম।

আমেরিকানরা বলল: "আমরা সন্ত্রাস ও তাদের সহযোগীদের দমন, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য আফগানে প্রবেশ করতে চাই। বর্তমান তালেবান সরকার আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাই এই সিস্টেম অবশ্যই ভাঙ্গতে হবে। এর স্থলে অন্য একটি সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

এখন আমাদের সরকার চাইছে আর আমাদের পরিকল্পনাও এমন যে, তোমরা তালিবানদের ত্যাগ কর এবং আমাদের সাথে যোগ দাও। আপনি(জালালুদ্দিন হাক্কানি) আফগানের একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব। আফগানরা আপনাকে বিশ্বাস করে। আপনি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ও মুজাহিদিনদের মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে সম্মানজনক সফলতা পেয়েছেন। আমরা চাই পরবর্তী সিস্টেমের নেতা হবেন আপনি। আপনার যা প্রয়োজন হবে আমাদেরকে শুধু বলবেন।"

আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে - এত বছরের জিহাদ, কষ্টকর পরিস্থিতি, হিজরত, নিজ ভূমি থেকে বহিষ্কারের পর এই লোকগুলো এখন আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছে। তারা আমার ইমানকে হুমকির মুখে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাদের এই নোংরা আহবানে আমার অন্তরে বিন্দু মাত্র লোভ জন্মায় নি।

আমি উত্তর দিলাম: "আপনাদের কথা কি শেষ হয়েছে?" তারা বলল, "হ্যাঁ"। এরপর তারা দ্রুত তাদের পেপারগুলো হাতে তুলে নিল ও আমার কথা শুনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি তাদেরকে বললাম, "আপনারা কি মনে করেছেন যে দেশের নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য হাক্কানি তার ধর্ম ও জনগণকে বিক্রি করে দেবে? আপনারা কীভাবে ভাবলেন যে, এত এত শহীদদের কুরবানিগুলোকে হাক্কানি কবর দিয়ে দিবে"?

এটা অসম্ভব। আমি আপনাদের সাথে স্পষ্ট ভাবে বলছি। সুতরাং মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং আপনাদের উপরস্থদের কাছে আমার কথাগুলো যেমনভাবে আমি বলছি হুবহু তেমনটাই পৌঁছে দিবেন। আফগান আক্রমণের কথা স্বপ্নেও ভাববেন না, কারণ এর জন্য আপনাদের চরম মূল্য দিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করুন। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, যদি আপনারা আফগানে আক্রমণ করেন তাহলে সেই একই বন্দুক দিয়ে আপনাদের গুলি করব যে বন্দুক দিয়ে রাশিয়ানদের গুলি করেছিলাম"।

তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমি আমার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম দরজার দিকে গেলাম। তাদেরকে দরজা থেকে বললাম - এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমি আশা করছি যে আপনারা এটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন।

আমার বাবা বলেই চললেন, "একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে আমাদের পাকতিয়ার একেবারে কেন্দ্রে ক্রুজ মিশাইল আঘাত হানে। তখনও তারা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের সাথে যোগদানের জন্য বার্তা দিতে থাকে এবং আমরা যা চাই তাই দেওয়ার লোভ দেখাতে থাকে। প্রত্যেকবার আমি তাদেরকে আগের উত্তরটাই দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমার সন্তানরা আমেরিকার বুলেটে শহীদ হয়েছে। এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ এই ফলে একদিকে আমাকে আমার শহীদ বন্ধুদের সামনে অসম্মান বোধ করতে হবে না, অন্যদিকে কাফিরদের প্রতি আমার ঘৃণা ও শত্রুতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে"।

জালালুদ্দিন হাক্কানির ইবাদত

যখনি আমি আমার শহীদ পিতা ও তার কর্মগুলোকে স্মরণ করি, তখনি আমার মনে হয় যে, তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্বেও তিনি কখনও সালাত ও ইবাদতে শিথিলতা করেননি। আমরা তাকে বলতাম যে আপনার বিশ্রাম নেওয়ার দরকার, কিন্তু তারপরও তাকে আমরা গভীর রাতে ইবাদত রত অবস্থায় পেতাম।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ছাড়েন নি। এমনকি যখন তার এক হাত ও এক পা অবশ হয়ে গিয়েছিল তখনও কুরআন পড়া বাদ দেননি।

একসময় আমাদের এক বন্ধু তার জন্য কোরআন তিলাওয়াতের অডিও টেপ রেকর্ডারের ব্যবস্থা করে দেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল এমন কাউকে আমি আর দেখিনি।

একদিন কয়েকজন ভাইসহ তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার খুব খারাপ লাগছিল। যখন আমরা তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তার সাথে সাথে আমরাও কাঁদলাম। আমার বড় ভাই তাকে জিজ্ঞেস করল যে, "আব্বা আপনার কান্নার কারণ কী"? তিনি বললেন: "আমার শেষ পরিণতি কি হয় তার কথা ভেবে কাঁদছি"।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করার পরও তিনি তার শেষ পরিণতির কথা ভাবছিলেন। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিলাম।

তিনি আমাদেরকে বললেন: "যখন আমি আমার পূর্ববর্তী মুজাহিদ বন্ধুদেরকে দেখি যে, তারা তাদের জান ও মালের ভয়ে তাদের বিবেক ও সম্মানকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং আক্রমণকারী কাফিরদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তখন ভয় হয় যে আমার শেষ পরিণতিও তাদের মত ভয়ানক হয় কিনা"?

তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছা হয় যদি পূর্ববর্তী মুজাহিদ বন্ধুরা তওবা করতো ও কাফিরদের সঙ্গ ছেড়ে দিত"।

তিনি যা বলেছিলেন তা আমার জন্য তা খুবই আশ্চর্যজনক ছিল। কারাগারের দিনগুলোতে এটা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি। অনেক পড়ার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আল্লাহর প্রকৃত সৎ বান্দারা সবসময় তাদের শেষ পরিণতি নিয়ে চিন্তিত ও ভীত থাকেন। যদিও তারা তাদের ভাল আমল সম্পর্কে জানতেন, তবুও তাদের শেষ পরিণতি কি হবে সেটা জানতেন না। তাই তারা চিন্তিত ও ভীত থাকতেন।

তিনি শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে আমাকে সবসময় বুঝাতেন। সবসময় পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন। যখনই আমি তার সাথে দেখা করতে যেতাম তিনি আমাকে তার সংগ্রহের কোন না কোন একটি বই নিয়ে যেতে বলতেন। তার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ম ছিল যে, তিনি তার বইগুলোর কভারের রং পর্যন্ত মনে রাখতে পারতেন। যখনই আমি

কোনো বিষয়ে তার সাথে কথা বলতাম তখন তিনি কিতাবের খণ্ড, অধ্যায়সহ দলিল বলতেন।

সন্তানদের প্রতি তাঁর অসিয়ত

তিনি তার শেষ দিনে আমাদেরকে বলেছিলেন: "আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ধর্মের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড় ও তোমাদের ধর্ম থেকে সরে যাও, তাহলে আল্লাহ ও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব। আর যদি দুনিয়াবি প্রয়োজনের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুশি হবেন ও আমিও খুশি হব"।

এরপর তিনি আমাদেরকে তার লাইব্রেরি ও তার মুজাহিদিন বন্ধুদের ব্যাপারে জানালেন যাদের খোঁজ-খবর রাখতে হবে এবং দেখাশোনা করতে হবে।

আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে একবার বলেছিলেন, "কিছু মানুষ সংবাদ তৈরি করে আর কিছু মানুষ ইতিহাস তৈরি করে। তোমার বাবা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন"।

আব্বা সম্পর্কে এরকম অনেক স্মৃতি আছে যা দিয়ে বই লিখে ফেলা সম্ভব। পশতু ভাষায় একটি কথা আছে –

আপনার ফুলের(চরিত্রের) সৌন্দর্য এতই বেশি যে

আমি একা এইগুলো সংগ্রহ করতে পারছি না

বাবা আমাদের জন্য ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন এবং আমাদের সকলের উপর বড় দায়ভার অর্পণ করে গেছেন। আল্লাহ আমার শহীদ বাবার উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ আমাদের এই দায়ভার রক্ষায় সাহায্য করুন। আমিন।

****